নারী-পুরুষ

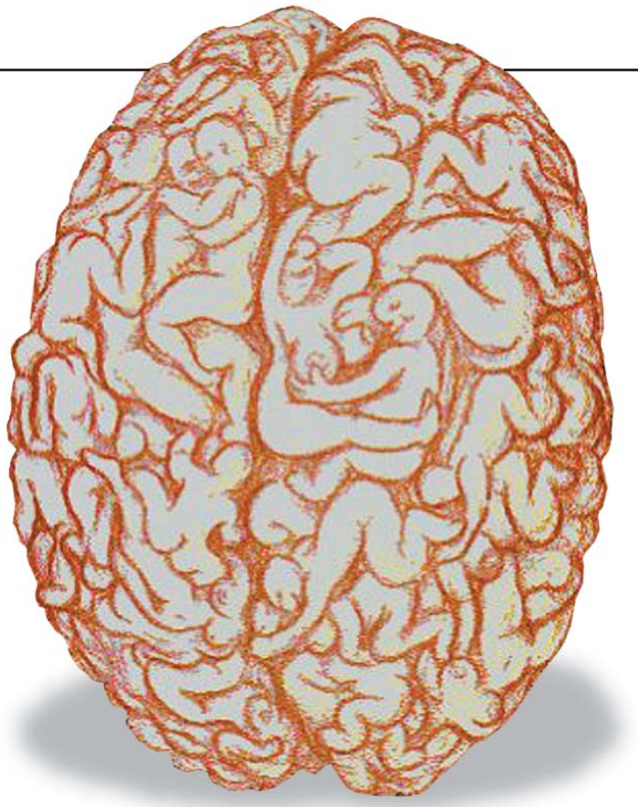

পার্থক্য শুধু শারীরিক নয়

লিখেছেন **কণিকা বিশ্বাস**

রিয়া চৌধুরী। একজন ডিভোর্সি কলেজ লেকচারার। ডিভোর্সের ১০ বছরের মাথায় এসে আজও তার স্বামীর সঙ্গে সংঘর্ষের দিনগুলো ভুলতে পারেননি। একদম খুঁটিনাটি থেকে মারাত্মক ঝগড়া, সবকিছু মনে রেখেছেন! যদিও তিনি এখন আর তার স্বামীকে শত্রু মনে করেন না। কিন্তু তার রুক্ষ রুক্ষ মেজাজ আর খারাপ ব্যবহারের কথা ভোলেননি। কিন্তু রিয়ার স্বামীর ক্ষেত্রে? তার বক্তব্য খুবই ছোট এবং পরিষ্কার। তিনি এখনও বুঝতে পারে না কেন তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তার ভাষায়, 'আমাদের ঝগড়া হতো, কিন্তু সেগুলো এমন মারাত্মক কিছু নয়। কখনও কখনও আমার খুব রাগ হতো, কিন্তু এখন আর আমার কিছুই মনে পড়ে না।'

বিয়ে ভেঙে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'জনে নারী-পুরুষের উপরের বক্তব্য দিয়ে তাদের মানসিক পার্থক্য ভালোমতো ধরা যায়। শুধু শরীরই নয়, যা দিয়ে ছেলে ও মেয়েদের আলাদা করে চেনা যায়। আরও অনেক কিছু বিষয় রয়েছে যা নারী ও পুরুষের ভেতরে কমবেশি মাত্রায় থাকে। জানাচ্ছেন একজন ভারতীয় চিকিৎসক পারুল আর শেঠ। তার মতে, শারীরিক অবকাঠামোর চাইতে মানসিক প্রক্রিয়াগুলো আরো বেশি আলাদা আলাদাভাবে কাজ করে যেমন প্রথমত কেন মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি আবেগক্রান্ত থাকে? এর কারণ হচ্ছে, মেয়েদের আবেগ সংক্রান্ত মানসিক প্রক্রিয়া ছেলেদের চেয়ে আলাদা ও অনেক কর্মক্ষম। পুরুষদের মস্তিষ্কের মেমোরি কোষে আবেগ সম্পর্কিত তথ্য কম জমা হয়। এক্ষেত্রে গবেষকরা একটা কথা খুব বিশ্বাস করেন, সেটা হলো সেক্সুয়াল সিস্টেম। এই সিস্টেম আমাদের মস্তিষ্কের এমন অনেকগুলো নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে যারা আবেগময় মুহূর্তেগুলোকে মনে রাখতে বাধ্য করে। ডাক্তাররা ইতিমধ্যে বের করে ফেলেছেন যে, ছেলেদের ব্রেইনে এই নেটওয়ার্ক খুব কম ক্রিয়াশীল। মুম্বাইয়ের নায়ার হাসপাতালের সাইক্রিয়াট্রি বিভাগের প্রধান ড. হেমাঙ্গী দেবলী এই ব্যাপারটি পরিষ্কার করেছেন। তার মতে, ছেলেদের মস্তিষ্কের ডান ও বাম গোলার্ধের সংযোগ খুব কম থাকে। আবেগ ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রিত হয় ডান দিক থেকে। আর তাকে ভাষা দেওয়া হয় বাঁ দিকে। ছেলেদের ডান ও বাম মস্তিষ্কের কানেকশন কম থাকায়, তাদের আবেগকে তারা কথায় বোঝাতে পারে না। এখানে আবার মেয়েদের অনেক সুবিধা। মস্তিষ্কের সামনের অংশে বিচার-বিবেচনা ব্যক্তিত্ব, পরিকল্পনা এবং কাজের ব্যাপারগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়। কানাডার ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির একদল বিজ্ঞানী দেখেছেন এই অংশে মেয়েদের ১৫% বেশি কোষ রয়েছে ছেলেদের তুলনায়। এছাড়াও এই অংশে এমন কিছু কোষ পাওয়া গেছে, যারা মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সঙ্গে বিশেষ করে লিম্বিক বলে একটা সিস্টেমের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে।

এই লিম্বিক সিস্টেমই মূলত আবেগের জন্য সব চেয়ে বেশি দায়ী। মস্তিষ্কের গঠনের এই পার্থক্যই বলে দিচ্ছে, কেন মেয়েরা পুরুষদের ১০ গুণ বেশি মানসিক উত্তেজনা ভোগ করে। যার ভেতর রয়েছে হঠাৎ করে ভয় পাওয়া এবং প্রিয়জনের জন্য অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. অনুরাধার মতে, 'আবেগের প্রতিক্রিয়া দু'জনেরই সমান, কিন্তু মেয়েদের বহিঃপ্রকাশ অনেক, অনেক বেশি।

দ্বিতীয়ত মেয়েরা অনেক বেশি খুঁটিনাটি মনে রাখে। তাদের প্রিয় ঘটনাগুলোকে, প্রিয় মানুষের ব্যাপারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনেক পুরুষকেই দেখা যায় ভুলে যাওয়া রোগে আক্রান্ত হতে। পরিণত বয়সে এসে তারা আর মনে করতে পারেন না কোথায় তার বান্ধবীর সঙ্গে প্রথম দেখা বা ডেটিংয়ে যাওয়া হয়েছিল। যার ফলে তাকে পড়তে হয় স্ত্রী বা বান্ধবীর সামনে ব্রিবতকর পরিস্থিতিতে। অদ্ভুত এ প্রচলিত বিশ্বাসের কারণ নিয়েও মনোবিজ্ঞানীরা যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেছেন। এটুকু তারা ধরতে পেরেছেন যে, এর পেছনেও মস্তিষ্কের খেলা রয়েছে। ছেলেরা জন্মায় অপেক্ষাকৃত বড় মস্তিষ্ক নিয়ে, কিন্তু আশ্চর্যজনক হচ্ছে, ধীরে ধীরে তা সংকুচিত হতে থাকে। মেয়েদের বেলায় সব সময় একই রকম থাকে। ৪৫ বছর বছর বয়সে এসে স্মৃতি এবং আবেগ দুটোই একজন পুরুষের সঙ্গে দুঃখজনক লুকোচুরি খেলতে শুরু করে। আমেরিকার পেনসিলভানিয়া ইউনিভার্সিটির একজন নিউরোলজিস্ট এই বয়সের সঙ্গে সম্পর্কিত স্মৃতিভ্রম হওয়ার কারণ হিসেবে দায়ী করেছেন মস্তিষ্কের বিবর্তনকে। ছেলেদের

মস্তিষ্কের কোনো ক্ষয়ের মাত্রা মেয়েদের চেয়ে তিন গুণ বেশী। যেটা বেশি হয়ে থাকে সম্মুখ মস্তিষ্কে। আবেগের কাজগুলো হয় আবার সবচেয়ে বেশি এখানেই। কোষ দ্রুত পরিমাণে হ্রাস পাওয়ায় মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের ওপর মারাত্মক চাপ পড়ে। এর ফলে অনেক বিশাল পরিমাণে স্নায়ুবিক কোষও মারা পড়ে। এ কারণেই একটা বয়সে এসে সঙ্গিনীদের প্রতি আবেগের সঠিক বহিঃপ্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। একই বয়সের দুই দল পুরুষ ও নারীদের ওপর চালানো এক পরীক্ষায় দেখা গেছে উপরের বক্তব্যের সত্যতা। খুব জটিল, ভয়ঙ্কর এবং অস্পষ্ট বিষয়গুলোও একবার দেখার প্রায় ৩ সপ্তাহ পরেও মেয়েরা সেগুলো সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিবরণ মনে করেছে। কিন্তু ছেলেদের স্মৃতিশক্তি তাদের চেয়ে প্রায় ১৫-২০ শতাংশ কম কাজ করেছে।

তাই মস্তিষ্কের নির্দেশেই দেখা যাচ্ছে,

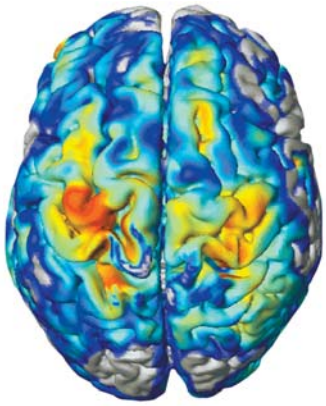

মেয়েরা তাদের সংসারের বিরক্তিকর ঘটনাগুলো ভালোমতো মনে রাখে। ঝগড়া বা ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বের সময়ের জন্য সেগুলো তারা স্মৃতিতে জমা করে রাখে। প্রয়োজনে অপরিবর্তিত অবস্থায় তারা সেগুলো বের করে দেয়। তবে এই স্মৃতিশক্তি মেয়েদের ক্ষেত্রে একটা ঝামেলা তৈরি করে। ২৫ বছরের মীনা তার ডাক্তারকে জানিয়েছে, 'আমি সব সময় ভয়াবহ রকমের বিষণ্ণতায় ভুগি। যখন আমার মনে পড়ে তিন বছরের সম্পর্ক শেষ করে দিয়ে আমার বয়ফ্রেন্ড আরেকজনের কাছে চলে গেল! আমি এখনও ভুলতে পারি না আমাদের ছোটখাটো আবেগময় মুহূর্তগুলোকে।' দেখা গেছে ছেলেদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেশি বিষণ্ণতায় ভোগে মেয়েরা। যার জন্য বিজ্ঞানীরা দায়ী করেন এই বায়োলজিক্যাল সিস্টেমকে।

শুধু আবেগ প্রকাশ বা স্মৃতি সংরক্ষণই নয়, শরীরের ব্যথার অনুভূতি এবং রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে মেয়েরা ভাগ্যবতী। প্রচলিত ধারণাতেই দেখা যায়, মেয়েদের গড় আয়ু ছেলেদের চেয়ে বেশি। শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতাও অনেক ক্রিয়াশীল। ডাক্তারের কাছে পাওয়া রোগীদের তালিকা থেকে ও এটা পরিস্কার। সেখানে পরামর্শ নিতে মহিলা রোগীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। গবেষকরা এখন ব্যস্ত এই নারী-পুরুষ ভেদ নির্ভর বায়োলজিক সমস্যা নিয়ে। ডাক্তাররা তাদের অ্যানাটমির বইগুলো আবারও ঝালিয়ে দেখছেন নতুন সূত্রের আশায়। বিশেষ করে যখন জানা গেল, মহিলাদের হৃদযন্ত্র দেখতে পুরুষদের চেয়ে আলাদা। টেক্সাস ইউনিভার্সিটি মহিলা বিষয়ক ক্লিনিক্যাল এ্যানাটমি বিষয়ক প্রোগ্রামের ডিরেক্টর ক্যাথারিন পিকের গবেষণায় এই সত্যতাই ধরা পড়েছে। তিনি বলছেন, মেয়েদের হার্ট আকারে ছোট। তাদের হার্টের অসুখ ও শুরু হয় অনেক দেরীতে। এবং একারণেই সব সময়ই ডাক্তারের সার্জারির টেবিলে বেশি বয়সের মহিলাদের দেখা যায়। আর এজন্যই তাদের বাইপাস সার্জারির সফলতার হার ছেলেদের চেয়ে কম। শুধু হৃদযন্ত্রই নয়। শরীরের ব্যাথাবোধের ক্ষেত্রে ও গবেষণায় দেখা গেছে নারী-পুরুষ ভেদে বিস্তার তারতম্য। যদি কখনও একজন নারী ও একজন পুরুষকে একই মাত্রার ব্যথা দেওয়া হয়। তবে দেখা যাবে মেয়েদের প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি যন্ত্রণাময়। রাজজেন শেঠনামক একজন ভারতীয় চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা এই সত্যতাকে প্রমাণ করেছে। তার মতে, মেয়েদের ব্যথাবোধ শুরু হয় দেরিতে এবং তাদের জন্য দরকার আলাদা রকমের ব্যথা নিরোধক। এছাড়াও বাইরে থেকে ঢুকে পড়া রোগজীবাণুর দিকে মহিলাদের ইমিউন সিস্টেম (প্রতিরোধ ব্যবস্থা) খুব হিংস্রভাবে ক্রিয়াশীল হয়। যে জন্য সাধারণ সর্দিকাশি থেকে হেপাটাইটিস পর্যন্ত বড় ধরনের অসুখ থেকে তারা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়। তবে এ ব্যাপারটি শতভাগ উপকারী কোনো বিষয় নয়। পুরুষদের তুলনায় স্বসংক্রমিত রোগে (অটো ইমিউন ডিজিজ) তারা বেশি ভোগে। ব্যাপারটা এরকম কেন হয় কেউ জানে না। যে শক্তি মানুষকে (বিশেষত মেয়েদের) রোগ থেকে দ্রুত বাঁচায়, তাই আবার তাকে বেশি আকর্ষণ করে। 'মেয়েদের গর্ভাবস্থা' এই ইমিউনোলজিক্যাল রহস্যের সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

কোন রহস্যময় শক্তি নারীর শারীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে এমনভাবে পাল্টে দেয়, সে তখন বাইরে থেকে আসা 'ভ্রূণকে' নষ্ট করার বদলে অত্যন্ত যত্নে লালন করতে থাকে।

নারী ও পুরুষ এক। এই সত্য শুধু প্রাণী হিসেবে তার প্রজাতিগত পরিচয়ে। এছাড়া শারীরিক ও মানসিক উভয় অবকাঠামোই পৃথক। আরও খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে শুধু দৈহিক বিভিন্নতা বাদ দিলেও দু'জনের মানসিক প্রক্রিয়াগুলো তাদের আলাদা পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট। এ কথাগুলো এতদিন গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও ছবিতে শিল্পীরা বোঝাতেন। আজ ডাক্তার, বিজ্ঞানী এবং গবেষকরা ছুরি, কাঁচি অপারেশনের টেবিলে এনে প্রমাণ করেছেন।

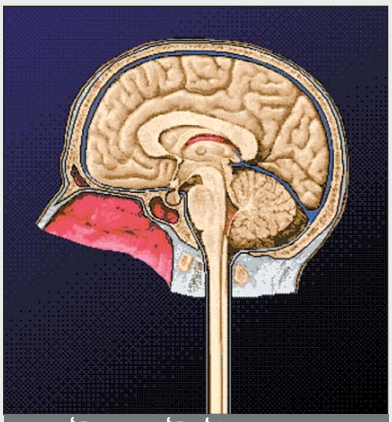

হাইলাইটস

১. নারী-পুরুষের ভেতরকার দৃশ্যমান পার্থক্যগুলো শুধু দৈহিক নয়, মানসিকও ড.- পারুল আর শেঠ।

২. মস্তিষ্কের ডান ভাগে ভাগে ইমোশন এবং বাম ভাগে কথা বলার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয়। পুরুষের এই দু'ভাগের ভেতর ভারসাম্য কম। তাই তাদের আবেগও চোখে পড়ে কম।

৩. মস্তিষ্কের কোষের পরিমাণের তারতম্যের কারণেই মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে ১০ গুণ বেশি আবেগ দেখাতে পারে।

৪. পুরুষরা জীবন শুরু করে বিশাল ব্রেইন নিয়ে। কিন্তু বয়স বাড়তে বাড়তে তা ছোট হয়ে যায়। মেয়েরা সেটা ধরে রাখে একই রকম সারা জীবন।

মেয়েরা বেশি নিজের জীবনের আবেগময় মুহূর্ত ও ঘটনাকে অনেক বেশি মনে করতে পারে। অনেক দ্রুত ও আবেগের ঘনত্ব তাতে থাকে বেশি।

- মেয়েরা বেশি বছর বেঁচে থাকে এবং স্বাস্থ্যের জন্য ডাক্তারের পরামর্শও কম নেয়।
- বাইপাস সার্জারি মেয়েদের ক্ষেত্রে কম সফল হয়।
- একই ধরনের ব্যথায় নারীর প্রতিক্রিয়া তার পুরুষ সঙ্গীর চেয়ে অনেক বেশি- ড.- রাজেন শেঠ, মুম্বাই
- মহিলারা অনেক বেশি বিরক্তি ও দুঃখজনক ঘটনা মনে রাখে তাদের স্বামীদের চেয়ে। -ড. শোভানি।